যুগান্তর

20 MAR 2003

যুগান্তর বৃহস্পতিবার ২০ মার্চ ২০০৩ ৩

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়ছে

ফয়জুল্লাহ মাহমুদ

দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করা হচ্ছে। একইসঙ্গে সরকারি প্রতিষ্ঠানেও তদারকি বাড়ানো হবে। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ কমিটিগুলো সংশ্লিষ্ট এলাকার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষকদের হাজিরা নিশ্চিতসহ সার্বিক কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধান করবে। আর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের কর্তৃত্ব ম্যানেজিং কমিটির কাছ থেকে প্রত্যাহার করে জেলা শিক্ষা কমিটির কাছে অর্পণ করা হবে। অর্থাৎ বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাকে শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে জেলা কমিটির বছরের শুরুতে গঠিত প্যানেল থেকে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

জেলা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা কমিটির উপদেষ্টা হবেন সংশ্লিষ্ট জেলার দায়িত্বে

নিয়ন্ত্রণ : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

নিয়ন্ত্রণ : বেসরকারি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

নিয়োজিত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী অথবা উপমন্ত্রী। সভাপতি থাকবেন জেলা প্রশাসক। আর জেলা শিক্ষা অফিসার হবেন সদস্য সচিব। কমিটিতে ২৫ থেকে ৩৫ জন সদস্য থাকবেন। অনুরূপভাবে উপজেলা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা কমিটির উপদেষ্টা হবেন স্থানীয় সংসদ সদস্য। সভাপতি করা হবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে। আর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের থানা প্রকল্প কর্মকর্তাকে করা হবে সদস্য সচিব। এ কমিটির পরিধি হবে ২০ থেকে ২৫ সদস্যের। স্থানীয় বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, শিক্ষাবিদ ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি সদস্য মনোনীত করবেন। এ দুটি কমিটি শ্রেণীকক্ষে পাঠদান নিশ্চিত, শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া জোরদার, ব্যবস্থাপনা কমিটির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দূরীকরণ এবং স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ও অভিভাবকদের অধিক হারে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। আর জেলা শিক্ষা কমিটির প্রধান দায়িত্ব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের লক্ষ্যে প্যানেল তৈরি।

বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা বোর্ডের গঠিত নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। তবে চূড়ান্ত নিয়োগকারী কর্তৃত্বের অধিকারী স্কুল-কলেজ বা মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি। এই কর্তৃত্ববলে এসব প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি শিক্ষক-কর্মচারীদের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়। এর আগে ২০০১ সালে উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিটি গঠিত হলেও কর্তৃত্ব ও আওতা বিস্তৃত না থাকায় এর উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সফলতা আসেনি। নতুন করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা কমিটি গঠনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে মন্ত্রিপরিষদ সভায়।

এখন সারাদেশে প্রায় ২৬ হাজার হাইস্কুল, কলেজ এবং সমপর্যায়ের মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর ৯৮ শতাংশ বেসরকারি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৪ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী এবং প্রায় ২ কোটি শিক্ষার্থী রয়েছেন। দেশে জেলা পর্যায়ে গড়ে ৪০০টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ৫৫টি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে।